হাজীদের মৃত্যু, সাদ্দামের আগ্রাসন, আর সৌদী আরবে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী

## মুসলিম উম্মাহ্‌র দিগন্তে
# অশনি সংকেত!

ডঃ মোহাম্মদ ওমর ফারুক

সৌজন্যঃ নাবিক নিউজলেটার (আগষ্ট ১৯৯০)

বিগত হজ্জ্ব মৌসুমে চৌদ্দ শতাধিক হাজী মৃত্যু বরণ করেন বলে জানা যায়। অধিকাংশ মুসলিমই এ দুর্ঘটনায় ব্যথিত হলেও মৃতের সংখ্যা, তাদের নাগরিকত্ব, এবং সৌদী সরকারের ব্যাখ্যার চেয়ে আরও বেশী কিছু জানার আগ্রহ দাবীতে পরিণত হওয়ার আগেই পারস্য উপসাগরকেন্দ্রীক সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে সেসব ঢাকা পড়ে যায়।

বিভিন্ন সুত্রে (যেমন, Crescent International) জানা যায় যে প্রকৃতপক্ষে হজ্জ্বের মৌসুমে মৃতের সংখ্যা ছিল চার সহস্রের কাছাকাছি ৷ এদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তুরষ্ক এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে। সৌদী ভাষ্য অনুযায়ী একদল হাজী মিনায় এক সুড়ঙ্গে ভূল দিক হতে জড় হয়ে প্রবেশ করলে এবং পরবর্তীতে সুড়ঙ্গের শীততাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা অকেজো হলে প্রচন্ড গরমে এবং প্রবল আতংকে ধাবিত হাজীদের পদতলে পিষ্ট হয়ে এই মৃত্যুগুলো হয়। তুরষ্ক এবং আরও কিছু দেশ এ ব্যাখ্যায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে, পরে যদিও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সবার দৃষ্টি অন্যত্র কেড়ে নেয়। আরেকটি সূত্রে জানা যায়, যে সুরঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটে সেটি সৌদী আরবের ‘বিশেষ অতিথি’দের জন্য ছিল যেটির মানুষ ধারণের ক্ষমতা ছিল মাত্র ৫,০০০। অথচ সেখানে, যে কারণেই হোক, ৫০,০০০-এরও বেশী হাজী দল বেধে সমবেত হন এবং একই সময়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাও অচল হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যে হজ্জ্বের মূল চেতনা হচ্ছে, আল্লাহতায়ালার সামনে সবার সমতা, সেখানে এ ‘বিশেষ অতিথি’দের জন্য ‘বিশেষ’ আয়োজনের ইসলামী অনুমোদন আছে কি? তাছাড়া, গত শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুড়ঙ্গ ছাড়াই হজ্জ্ব যথাযথভাবে করে এসেছে, সেই হজ্জ্বের পরিবেশে এই আধুনিক প্রযুক্তি আর নির্মাণ কলার সমাবেশ আসলেই যুক্তিযুক্ত কি? বিশেষ করে সেখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ কখনো এ দুরবস্থার সম্মুখীন হলে কি হবে, তার বিকল্প আয়োজন কেন ছিল অনুপস্থিত?

অত্যন্ত দুঃখজনক যে মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে হাজীদের মৃত্যুর ব্যাপারে নিরপেক্ষ কোন দেশের সম্মিলিত ও বলিষ্ঠ দাবী ওঠেনি। হতে পারে, সৌদী সরকারের ভাষ্যই সঠিক ৷ কিন্তু ইসলামী বিধান অনুযায়ীই এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু মৃত হাজীদেরই নয়, বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অনস্বীকার্য অধিকার। তবে দাবী না করলে এবং যাবতীয় ইসলামী দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সংহতি না গড়ে উঠলে কেউই মুসলিম উম্মাহকে সে অধিকার স্বর্ণপাত্রে সাজিয়ে দেবে না।

শোকাহত মুসলিম উম্মাহর কাঁটা ঘায়ে নূনের মত সম্পূর্ণ অসংবেদনশীল ভাবে স্বঘোষিত ‘খাদেমুল হারামাইন’ বাদশাহ ফাহদ ঘোষণা করেন, ‘এটি ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, যা হলো সব কিছুর ওপরে। এ ছিল তাদের ভাগ্য। তারা এখানে মৃত্যু বরণ না করলে অভিন্ন অনিবার্য মূহুর্তে অন্য কোথাও করতো।’ এ কথা ঠিক, প্রতিটি মানুষের মৃত্যু হয় আল্লাহতায়ালার সুনির্ধারিত সময়ে। কিন্তু তার অর্থ আল্লাহতায়ালার ইতিবাচক অনুমতি নয়। অন্যথায় যে কোন খুনের বিচার হতো অপ্রয়োজনীয় কেননা তা হয়েছে আল্লাহতায়ালার ইচ্ছেয়! একইভাবে দুনিয়ায় যাবতীয় অন্যায়-অবিচারের ফসল হিসেবে যারা মৃত্যুবরণ করে সেজন্যও কারও দায় খোঁজার প্রয়োজন

হতো না।

বাদশাহ ফাহদের এই অসংবেদনশীলতা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রতি Crescent International বিভিন্ন পশ্চিমা সংবাদ সূত্রে এই তথ্য পরিবেশন করে যে, সত্তরের দশকের শেষের দিকে আকাশে থাকা অবস্থায় আগুন ধরার কারণে হাজী ভর্তি একটি সৌদী ট্রাই-স্টার বিমান রিয়াদে জরুরীভাবে অবতরণ করে। বিমান বন্দরে অত্যাধুনিক, সুসজ্জিত এবং সদা প্রস্তুত উদ্ধারবাহিনী থাকা সত্তেও প্লেনে পৌছুতে ২০ মিনিট দেরী হয়, কেননা তখন ছিল তদানীন্তন রাজপুত্র (crown prince) ফাহদের ব্যক্তিগত বা রাজকীয় প্লেন মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার সময়। রাজপুত্রের আকাশে ওড়া পর্যন্ত দেরী করার পর উদ্ধারকারী বাহিনী যখন পৌছে ওই বিমানের কাছে, তখন কোন যাত্রীই জীবিত ছিল না। রাজপুত্র তখন আকাশে ডানা মেলে নিজের নির্দোষিতা নিয়ে হয়ত ভাবারও প্রয়োজন অনুভব করেনি, কেননা 'এটি ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, যা হলো সব কিছুর ওপরে। এ ছিল তাদের ভাগ্য।'

তবে পারস্য উপসাগরীয় বিভিন্ন আরব দেশগুলোর সার্বিক আনুকূল্যে ফুলে-ফেঁপে ওঠা সাদ্দাম হোসেন সম্প্রতি যখন কুয়েত আক্রমণ করে এবং কুয়েতী আমীর সপরিবারে ও সদলবলে সৌদী রাজ পরিবারের (কে জানে হয়ত স্থায়ীভাবেই!) আতিথ্য গ্রহণ করে, তখন কোন রাজ পরিবারেরই কেউ বলেনি, 'এটি ছিল আল্লাহর ইচ্ছা।' বরং যাবতীয় মুখোশ ফেলে দিয়ে কুয়েতী আমীর আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, 'বিসমি উম্মুল আরাবিয়্যাহ' অর্থাৎ 'আরব জাতীয়তার নামে' আরব স্বজাতিকে আহ্বান জানান এ দুর্ভাগ্য থেকে পরিত্রাণে সাহায্যের জন্য। একই ভাবে, সৌদী আরবও অন্য দেশ গুলোকে প্রতীক হিসেবে ডাকলেও, কোন রকম না রেখে ঢেকে রাজ্য রক্ষার লক্ষ্যে মুখ্যতঃ আমেরিকাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে।

সারা দুনিয়াকে বোকা ভেবে অথবা বোকা বানানোর জন্যই আমেরিকা দুটি জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে বলে প্রতীয়মান। প্রথমতঃ বুশ সরকার আমেরিকান এবং বিশ্ব জনমত স্বপক্ষে নিয়ে আসার জন্য বলে যে কুয়েতে সাদ্দাম হোসেনের আগ্রাসন প্রতিরোধ করার ব্যাপারে তাঁরা কিছু করতে পারেনি। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে সাদ্দাম সরকার কুয়েত সীমান্তে যুক্তরাষ্ট্রের অবহিতিতেই সৈন্য মোতায়েন করে চলেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রতীয়মান যে, বুশ সরকার সাদ্দাম সরকারের গতিবিধি, প্রবণতা ও অভিসন্ধী সম্পর্কে পুংখানুপুংখভাবে অবহিত থাকা সত্বেও এ ব্যাপারে কিছু করতে চায়নি। দ্বিতীয় মিথ্যা হলো যে সাদ্দাম হোসেন সৌদী আরবে তাঁর সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই ভাষ্যকে অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করতে কোন সামরিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন পড়ে না। সৌদী আরবের ব্যাপারে সাদ্দামের অভিন্ন ইচ্ছে থাকলে সে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার আগেই তাঁর ইচ্ছে বাস্তবায়িত করে ফেলত।

তাহলে এসবের নেপথ্যে কি রয়েছে? অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী যুদ্ধে সব পরাশক্তি এবং প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর সার্বিক সহযোগীতা পেয়ে সে যুদ্ধে স্বঘোষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও সাদ্দাম হোসেন হয়ে উঠেছে একেবারে বেপরোয়া এবং অতিরিক্ত শক্তিশালী। আঞ্চলিক আরব দেশ গুলোর জন্যই নয়, বরং সবচেয়ে বড় কথা পশ্চিমা বিশ্বের মতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সে একটি বাস্তব হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং আরও বিভিন্ন ইউরোপীয় যে সব শক্তি সাদ্দাম হোসেনকে রাসায়নিক অস্ত্র বানাতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগীতা করেছে এবং বেপরোয়া হয়ে শেষ রক্ষা হিসেবে সাদ্দাম যখন শুধু ইরানের যুদ্ধেই নয় বরং ইরাকের কুর্দী মুসলিমদের ওপর নৃশংসভাবে রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করছিল, তখন প্রায় সারা বিশ্ব সাদ্দামের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপ দেখেও না দেখার ভান করছিল। এখন সেই সাদ্দাম হোসেন যখন ইসরাইলের বিরুদ্ধে হুমকি দেয়, তখন সাদ্দাম হোসেনের উপযোগীতা পরাশক্তিদের কাছে শেষ হয়ে এসেছে এবং তাঁর মৃত্যু পরোয়ানা জারী করার সময় এসেছে।

ইরাক যদি কুয়েত আক্রমণ অথবা দখল না করতো, আমেরিকান জনমতকে সাদ্দাম হোসেনের

ইরাকের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা হতো একেবারেই কঠিন। সেজন্যই এক ঢিলে অনেক পাখী মারার জন্যই বুশ সরকার প্রকাশ্যে যাই বলুক, সাদ্দামের কুয়েত আক্রমণ ও দখল করা প্রতিরোধে কিছু করতে চায়নি।

প্রথমতঃ ইসরাইলের প্রতি হুমকি দূর করার জন্য এখন সাদ্দাম হোসেন ও ইরাকের শক্তি প্রতিহত অথবা কমপক্ষে হ্রাস করা দরকার। দ্বিতীয়তঃ অনেক চেষ্টা করার পরেও সৌদী সরকার অতীতে সরাসরি বা প্রকাশ্যভাবে কোন আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি সৌদী আরবে প্রতিষ্ঠা অথবা ব্যবহারের অনুমতি দেয়নি। অন্যান্য জায়গায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমেরিকান ঘাঁটির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশকে আমেরিকার বহু অর্থ দিতে হয়। এক্ষেত্রে, ভীত-সন্ত্রস্ত সৌদী রাজপরিবার আমেরিকান সৈন্যদের শুধু স্বাগতম জানাবে না, বরং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা ও ব্যবহারের অনুমতি দেবে। তদুপরি, এজন্য যা কিছু খরচ হয়, বিলটা ধনী রাজপরিবারের কাছে তুলে ধরলেই হবে। তৃতীয়তঃ তেল সরবরাহের অনিশ্চয়তারও স্থায়ীভাবে একটি সমাধান হবে।। চতুর্থতঃ পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেবার সাথে সাথে এবং সারা দুনিয়ায় আমেরিকার মানবতাবাদী (?) নেতৃত্বে শান্তির যে জোয়ার উঠেছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শিল্প - সমরাস্ত্র শিল্প - চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। এ সময়ে বিশ্বের অন্যতম ধনবান রাজপরিবারের নিরাপত্তার ভার ও চুক্তি পেলে আমেরিকান অর্থনীতির আসন্ন অনিশ্চয়তার একটা আংশিক প্রতিবিধান হবে। সর্বোপরি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্র বাহিনী নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বকে শতধাবিভক্ত করার নকশা নিয়ে যে সীমান্তগুলো এঁকে দিয়েছে, তার সামান্য পরিবর্তনও পশ্চিমা শক্তিগুলোর কোনভাবেই কাম্য নয়, বিশেষ করে যেসব পরিবর্তন তাদের ইচ্ছেয় নয়।

যথার্থ নেপথ্য কাহিনী যাই হোক, সাদ্দামের আগ্রাসী ও নিষ্ঠুর চরিত্র কারও আকাংখিত হতে পারে না। কিন্তু মুসলিমদের ভূমিকা হতে হবে মুসলিমোচিত। মুসলিমদের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে মূলতঃ মুসলিমদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সাদ্দাম হোসেনের মত যাবতীয় হুমকি প্রতিহত করা মুসলিমদের ইসলামী দায়িত্ব। সেই সাথে, মুসলিমেরা ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী জনপ্রতিনিধিত্বশীল শাসনের বিপরীত যাবতীয় স্বৈরাচার - তা রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন অথবা আর যাই হোক - থেকে মুক্তি চায়। সাদ্দামের চেয়েও বড় ভূল, সৌদী রাজপরিবার কর্তৃক দুনিয়ার অনৈসলামী শক্তির প্রতিভূ আমেরিকাকে মক্কা-মদীনার ভূমি, হিজাজে, নিয়ে আসা। অতীতের আরও অনেক দৃষ্টান্তের মতই এবারও অনুকূল ফতোয়ার অভাব হয়নি। আনোয়ার সাদাত যখন মিশর এবং ইসরাইলের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন মুসলিম বিশ্বের অন্যতম ইসলামী পাদপীঠ জামিয়া আল-আজহারের প্রধান মুফতি প্রয়োজনীয় ফতোয়া সরবরাহ করেন। একই ভাবে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিজাজে অনৈসলামী শক্তিকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য স্বদেশীদের মতানুকূল্য লাভের জন্য সৌদী রাজতন্ত্র দরবারী মুফতিদের ফতোয়া সংগ্রহ করে। সৌদী আরবের প্রধান মুফতি না কি ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা এবং অন্যান্যরা যারা আগ্রাসন থেকে সৌদী আরবকে রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে অংশ নেবে, আল্লাহ্ও তাদের পুরষ্কৃত করবেন। অথচ দুনিয়ার কোন্ ফতোয়া কোরআনের এই দ্ব্যর্থহীন আয়াতের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য?

**'ও বিশ্বাসীরা! তোমরা কখনোই ইহুদী-নাসারাদের তোমাদের আওলিয়া (সংরক্ষক, অভিভাবক) হিসেবে গ্রহণ কোর না ... যারা করবে, তাঁরা ওদেরই (ইহুদী-নাসারাদের) অংশ'** [আল-মায়িদাঃ ৫৫]

প্রকৃত পক্ষে এখন থেকে বাদশাহ ফাহদ আর 'খাদেমুল হারামাইন' নন। নতুন 'খাদেমুল হারামাইন' হচ্ছে 'শেখ জুর্জ বিন বুশ'। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে এটা স্পষ্ট হয়েছে, যে দেশ নিজের প্রতিরক্ষা করতে অসমর্থ এবং প্রতিরক্ষার জন্য অনৈসলামী শক্তিকে ডেকে আনতে হয়, সে দেশ মক্কা-মদীনার হেফাজতের দায়িত্ব কোন ভাবেই নিতে পারে না। লক্ষ্যণীয়, ইসরাইল ও সৌদী আরব প্রতিষ্ঠায় মৌলিক ভূমিকা পালন করেছিল তদানীন্তন বৃটিশ সরকার। এখনও,

ইসরাইলের অস্তিত্বের গ্যারান্টি যে পরাশক্তি, সৌদী আরবের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব তাদেরই হাতে। ইসলামের পবিত্রতম স্থান - মক্কা ও মদীনা - যে প্রকৃত পক্ষে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অসংরক্ষিত, এবং মুসলিম বিশ্ব যে এখনও ইসলামবিরোধী পরাশক্তি ও তাদের দোসরদের শৃংখলে আবদ্ধ, সেই অশনি সংকেতই আমাদের দিগন্তে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে।

[লেখক যুক্তরাষ্ট্রের আপার আইওয়া ইউনির্ভাসিটিতে অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর একজন সহযোগী অধ্যাপক।]

==============================================================

**Personal Homepage**: http://www.globalwebpost.com/farooqm
**Genocide 1971**: http://www.globalwebpost.com/genocide1971
**Kazi Nazrul Islam Page**: http://www.nazrul.org